# কাজলী মডেল বাংলা: শিক্ষাদান পদ্ধতি

## (কাজলী কেন্দ্রসমূহের শিক্ষিকাদের ব্যবহারের জন্যে তৈরী)


রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)

বাড়ি # ০৭, রোড # ১৭

ব্লক # সি, বনানী

ঢাকা ১২১৩

ফোন (৮৮০২)২২২২৭৪০৫১-২

ই- মেইল: **rib@citech-bd.com**

ওয়েব সাইট: **www.rib-bangladesh.org**, **www.rib-kajolimodel.org**

# সূচীপত্র


প্রথম ভাগ : ১/১ মুখবন্ধ

১/২ ভূমিকা (আগের সংস্করণের ভূমিকা)

১/৩ শিক্ষিকাদের জন্য সাধারণ নির্দেশাবলী

দ্বিতীয় ভাগ : পাঠদান পদ্ধতি

২/১ কাজলী মডেলে ব্যবহৃত বাংলা শব্দসমূহ

২/২ শব্দ/বর্ণ কার্ডের ব্যবহার প্রণালী

তৃতীয় ভাগ : শব্দ নিয়ে খেলা

৩/১ গল্প করতে করতে শব্দ শেখা

৩/২ শব্দ অনুশীলন

চতুর্থ ভাগ : নিজের সর্ম্পকে কিছু বলা/উপস্থাপনা

পঞ্চম ভাগ : সপ্তাহ, মাস, শরীরের অঙ্গ ও রং এর নাম শেখা

ষষ্ঠ ভাগ : বাংলা ছড়া, কবিতা

৬/১ বাংলা ছড়া

৬/২ বাংলা কবিতা

সপ্তম ভাগ : বাংলা গান, গল্প সংকলন

৭/১ বাংলা গান

৭/২ গল্প সংকলন

# প্রথম ভাগ
## ১/১ মুখবন্ধ

বাংলাদেশে শিশু শিক্ষার প্রতি বর্তমানে যে পরিমাণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, দু'দশক আগে পর্যন্ত সেটা ছিল না। সে সময়ে সরকারি উদ্যোগের চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগের পরিমাণ ছিল বেশি। বেসরকারি বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সমাজের অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানরা শিক্ষাজীবন শুরু করতে পারলেও সুবিধাবঞ্চিতদের সেখানে পড়ার তেমন একটা সুযোগ ছিল না, কারণ সেখানে শিক্ষার ব্যয় ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। তাছাড়া সরকারি বা বেসরকরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুরা ভর্তি হলেও কিছুদিন পরে শিশুদের ঝরে পড়ার প্রবণতাও দেখা যেত।

এই প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষামুখী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে ঝরে পড়ার হার কমানোর উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব) একটি কর্ম-গবেষণা হাতে নেয়। তারই ফলাফলের ভিত্তিতে ২০০৩ সালে রিইব শিশুদের জন্য সহজ ও আনন্দদায়ক, ব্যয়হীন বা অতি কম ব্যয়ে সমাজের নিজস্ব শক্তিতে পরিচালনা-সক্ষম একটি শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড় করায় যার নাম দেয়া হয় 'কাজলী মডেল' এবং যার মাধ্যমে শিশুরা খুব সহজেই আনন্দের ভেতর দিয়ে পড়তে-লিখতে শিখে যায়। [প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য]

শিক্ষা যে ভীতিকর কোনো বিষয় নয় বরং আনন্দময় এ কথা মাথায় রেখে কাজলী মডেলে পাঠদান পদ্ধতি তৈরি করা হয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে বই-খাতা-পেন্সিলের পরিবর্তে কাজলী মডেলে পকেট বোর্ড, ছবির কার্ড, ব্ল্যাক বোর্ড প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুরা পড়তে-লিখতে শেখে। শিক্ষার প্রতি শিশুদের আগ্রহী করে তোলা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য তৈরি করা মডেলটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

কাজলী মডেলে বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়ে পাঠদান করা হয়। শিশুরা বছরের শুরু থেকেই বাংলা ও ইংরেজির জন্য পৃথক পকেট কার্ড-এর সাহায্যে বাংলা ও ইংরেজি পড়তে শুরু করে এবং অল্প কিছুদিনে মধ্যেই বানান করে পড়তে শিখে যায়। গণিতের জন্য গণিতমালা ব্যবহৃত হয় যাতে শিশুরা দ্রুত গণনা করতে পারে, ইউনিটের ধারণা লাভ করে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ প্রভৃতি করতে শেখে। [প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বলা হয়েছে।]

কাজলী মডেলে শিশুদের সহজে পড়তে লিখতে শিখতে পারার বিষয়টি এখন সারা দেশে বেশ সমাদৃত হয়ে উঠেছে। তাই রিইব মডেলটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সবসময় যত্নবান। কাজলী

শিক্ষিকাদের অভিজ্ঞতা, শিশুদের সাফল্য আর স্থানীয় সমাজের পরামর্শের ভিত্তিতে কাজলী মডেল শিক্ষা প্রদান পদ্ধতিতে সময়ে সময়ে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মডেলটির উন্নতি সাধন, যাতে শিশুরা আরো বেশী উপকৃত হয়।

এই উদ্দেশ্যে কাজলী বাংলা শিক্ষা পদ্ধতিতে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। শিক্ষাদান পদ্ধতি একই রেখে শুধু যে ছবির কার্ডগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারিতে কাজলী স্কুলের কার্যক্রমও অনেকদিন বন্ধ ছিল। বন্ধের আগ পর্যন্ত কাজলী কেন্দ্রে শিশুদের শেখানোর জন্য বাংলা যে কার্ড সেট ব্যবহার করা হত তাতেই কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। পড়ানোর পদ্ধতি একই আছে অর্থ্যাৎ শিক্ষিকারা আগের মতোই প্রতি কার্ড সেটে পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করবেন।

নতুন সংস্করণেও মোট ১৩০ টি ছবির কার্ড রাখা হয়েছে, যেগুলোকে ১০ টি ১০ টি করে মোট ১৩ টি সেটে ভাগ করা হয়েছে। এ ১৩০ টি শব্দ বাছাই করার ক্ষেত্রে প্রচলিত, সহজ শব্দ নির্বাচন করা হয়েছে যেগুলো শিশুরা সহজে চিনতে পারে। শব্দগুলোতে ধারাবাহিকভাবে দুই বর্ণ, তিন বর্ণ, চার বর্ণ যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক সেটে ১০ টি শব্দ এমনভাবে বাছাই করা হয়েছে যাতে প্রতিটা সেটে নতুন নতুন বর্ণ সংযোজিত হয়েছে এবং সব গুলো সেট শেষ হওয়ার এক পর্যায়ে সব বর্ণ মোটামুটি একই ফ্রিকুয়েন্সিতে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আগের সংস্করণে ব্যবহৃত শব্দগুলো থেকেই বেশিরভাগ শব্দ নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণে কী কী শব্দ/ছবির কার্ড ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেগুলো শেখানোর বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। শিক্ষিকাদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ বর্তমান সংস্করণকে আরো সহজ ও সাবলীল করেছে বলা যায়। ভবিষতেও প্রয়োজনে তাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শের আলোকে বর্তমান সংস্করণের সংশোধন, পরিমার্জন করা যাবে। বর্তমান সংস্করণটি তৈরীতে মূল ভুমিকা পালন করেছে রিইব সহকর্মী শারমিন আক্তার। আর তত্ত্বধানের কাজ করেছে রুহী নাজ। তাদের দুজনকেই আমি সাধুবাদ জানাই।

ড. শামসুল বারি,
চেয়ারম্যান, রিইব, ঢাকা, ২০২৩

## ১/২ ভূমিকা [ ২০১৭ সালের সংস্করণ থেকে নেয়া]

দারিদ্র বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ ও শিশুশিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। বাংলাদেশে গত দু'দশকে শিক্ষার হার বেড়েছে তা সবাই স্বীকার করেন। সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। বৃত্তি ও উপবৃত্তির মাধ্যমে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা দান করা হচ্ছে। এতোসব সত্ত্বেও দেশের দরিদ্রতম শ্রেণীর অনেক শিশুই এখনো শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে, বিশেষ করে যে সব শিশুর মা–বাবা কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। তাই রিইব তার সূচনালগ্ন থেকেই শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার ওপর বিশেষ নজর দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই ফলে জন্ম নেয় শিশুশিক্ষা বিষয়ক একটি কর্মগবেষণা, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের দরিদ্রতম শ্রেণীর শিশুদের কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা যায় তার জন্য উপযুক্ত, টেকসই ও স্বনির্ভর একটি পন্থা উদ্ভাবন করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রিইব-এর সাথে একাত্ম হন মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার কাজলী গ্রামেরই কিছু শিক্ষানুরাগী উৎসাহী যুবক। তবে রিইব–এর পরিচালনা পর্ষদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে এই গবেষণায় সম্পৃক্ত হন। এঁদের সকলের পরামর্শে ঠিক করা হয় যে এই গবেষণার লক্ষ্য হবে :

১) দেশের দরিদ্রতম পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ সুগম করার লক্ষ্যে তাদের প্রাক–প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষানুরাগী করে তোলা যায় তা পরীক্ষা করে দেখা।

২) মনোবিজ্ঞান এবং বিশেষ করে শিশুবিজ্ঞান বিষয়ে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের এইসব শিশুদের পরিবেশ ও পরিস্থিত উপযোগী শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের পন্থা অনুসন্ধান করা।

৩) এই শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলো সমাজের নিজস্ব চেষ্টায় ও সহযোগিতায় স্থায়ী হতে পারে কিনা তা খতিয়ে দেখা, বিশেষ করে সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে দেখা শিশুদের মা–বাবা ও সমাজের অন্যান্যদের কীভাবে শিশুশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়।

৪) স্বাবলম্বী হবার লক্ষ্যে কেন্দ্রগুলো কিভাবে ন্যূনতম খরচে চলতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখা।

এই লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে মাগুরা জেলার কাজলী গ্রামে একটি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কাজলী শিশুশিক্ষা গবেষণা শুরু হয় ২০০৩ সালের ১লা জানুয়ারী এবং শেষ হয় ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ১৫০টি কেন্দ্রে ৪০০০ শিশু এই কেন্দ্রগুলোতে পড়াশুনা শেখার সুযোগ পাচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকজন বাদে প্রায় সকলেই বর্তমানে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। যেসব শিশুর একেবারেই স্কুলে যাবার কথা ছিল না, তারা প্রায় সবাই

স্কুলে ভর্তি হয়েছে। গবেষণার সফলতার এটি একটি বড় নিদর্শন। এইসব শিশুরা বর্তমানে শুধু স্কুলেই যাচ্ছে না, উপরন্তু তাদের বেশির ভাগই সরকারি উপবৃত্তি পাচ্ছে। এটাও এই কর্ম গবেষণার (action research) একটি সাফল্যের দিক। এর মাধ্যমে একটি মডেল পরীক্ষামূলক ভাবে তৈরী হয়েছে যাকে আমরা কাজলী মডেল হিসেবে অভিহিত করছি।

কাজলী শিশুশিক্ষা গবেষণার প্রায় শুরু থেকেই যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখা যায় তার ভিত্তিতেই রিইব সিদ্ধান্ত নেয় গবেষণার কাজটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত করে গবেষণার ভিত্তি ও ক্ষেত্র আরও সুদৃঢ় করার। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত দু'বছরে বাংলাদেশের আরও ১৫ টি গ্রামে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজলী মডেলের ভিত্তিতে শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এগুলো কাজলী কেন্দ্রের পরে স্থাপিত হয়েছে বলে এগুলোর কোনোটিরই বয়স এক–দেড় বছরের বেশি হয়নি। তবে এ কেন্দ্রগুলি থেকেও অনেক তথ্য ও জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। এই সমন্বিত জ্ঞানের ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা বা ম্যানুয়ালটি তৈরি হয়েছে। রিইব–এর উদ্দেশ্য **কাজলী মডেলের** ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করা।

এরই মধ্যে কেন্দ্রগুলোর অভাবনীয় সাফল্য দেখে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকেই রিইব–এর কাছে আসছেন এ সম্বন্ধে আরো জানতে ও বুঝতে। এই নির্দেশিকা সেই চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

যারা নিজস্ব উদ্যোগে নিজ নিজ গ্রামে এই ধরনের শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে চান তাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে এসব কেন্দ্রে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মতো সামাজিক অংশগ্রহণও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মা–বাবা ও স্থানীয় সমাজের সম্পৃক্তি ছাড়া এরকম কেন্দ্র স্থায়ী হবে না। তবে সমাজের অংশগ্রহণ সর্বত্র সমান হবে না। যেখানে স্থানীয় জনসাধারণ যত বেশি সম্পৃক্ত হবে সেখানে কেন্দ্র তত শক্তিশালী হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে কাজলী মডেলের একটি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার জন্য সব মিলে খরচ পড়ে মাসে প্রায় এক হাজার টাকা, যার প্রায় সবটুকু শিক্ষিকার পারিশ্রমিক হিসেবে ব্যয় হয়। এই অর্থ স্থানীয় সমাজ থেকেই জোগাড় করা যায়। এ ব্যাপারেও কিছু পন্থা এই নির্দেশিকায় দেয়া হয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে যে কাজলী মডেলের একটি প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিক দায়িত্ববোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। আগে সমাজ এ ধরনের দায়িত্ব সহজেই গ্রহণ করতো। আমাদের ধারণা সুযোগ পেলে এখনো করবে।

এই নির্দেশিকাটি মূলত কাজলী কেন্দ্রের শিক্ষিকার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এতে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আছে কাজলী মডেল পরিচিতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে শিক্ষাদান পদ্ধতি। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে পঠি পরিকল্পনা নমুনা। এখানে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে একদিন কি কি কাজ এবং কি কি উপকরণ কি ভাবে ব্যবহার করবেন তার একটি নমুনা। চতুর্থ অধ্যায়ে আছে যে সব ছড়া ও কবিতা শিক্ষিকা শিশুদের শেখাবেন তার কিছু

নমুনা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে আছে কার্ডের (ছবিযুক্ত ও ছবি ছাড়া) নম্বর তালিকা যাতে শিক্ষিকার কার্ড ব্যবহার করতে সুবিধা হয়।

আমরা আশা করি কাজলী মডেল শিক্ষিকা সহায়িকাটি কাজলী কেন্দ্রের শিক্ষিকা ও কেন্দ্রের সাথে জড়িত অন্যান্য সবাইকে কাজলীর শিক্ষাদান পদ্ধতি বুঝতে সাহায্য করবে। আর এই পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে কেউ যদি তাঁর নিজে গ্রামে এরকম শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে চান, রিইব তাঁকে সার্বিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা দিতে প্রস্তুত। তাছাড়া উদ্যোক্তা ও শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে।

পরিশেষে, কাজলী শিশুশিক্ষা গবেষণায় যাঁরা বুদ্ধি–পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন আমরা তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করতে চাই। সবচেয়ে প্রথমে স্মরণ করতে চাই আমাদের প্রয়াত সহকর্মী আখতারুল হাবিব তুহীনকে। তুহীনের অক্লান্ত পরিশ্রম, সুচিন্তিত পরামর্শ ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা ছাড়া এই গবেষণা প্রকল্প দাঁড় করানো কঠিন হত। তাঁর অকাল মৃত্যুতে শুধু প্রকল্পের ক্ষতিই হয়নি, এর প্রসারের কাজও ব্যাহত হয়েছে। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ম্যানুয়ালটি উৎসর্গ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তুহীন ছাড়া আর যাঁদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাঁদের মধ্যে আছেন রিইবের নির্বাহী পর্ষদের পাঁচ জন সদস্য, যথাক্রমে অধ্যাপক মোঃ আনিসুর রহমান, ডঃ হামিদা হোসেন, মনোয়ারুল ইসলাম, ডঃ জাফর ইকবাল ও ডঃ মেঘনা গুহঠাকুরতা। অন্যদের মধ্যে আছেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট সুলতানা কামাল, ইউনিসেফের (UNICEF) শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা জনাব এ কে এম কামালুদ্দিন এবং রিইবের একজন বিশেষ শুভার্থী সুপ্রিয়া বারি। এঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাছাড়া কাজলী মডেলে যাঁরা বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের সাথে জড়িত আছেন তাঁদের কাছেও আমরা ঋণী। তাঁদের অভিজ্ঞতা আমাদের গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করেছে এবং ভবিষ্যতে এই ম্যানুয়ালের পরিমার্জনার কাজেও সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ড. শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব

# ১/৩ শিক্ষিকাদের জন্য সাধারণ নির্দেশাবলী

১. শিক্ষিকা বছরের শুরু থেকেই বাংলা পাঠদান শুরু করবেন। আগের মত বর্তমান সংস্করণেও মোট ১৩০ টি ছবির কার্ড ও তার সাথে ছবিরগুলোর ভাঙ্গা কার্ড রয়েছে। এগুলোকে মোট ১৩ টি সেটে ভাগ করা হয়েছে। শিক্ষিকা ১ নং (১-১০ নং ছবির কার্ড ও সেগুলোর ভাঙ্গা কার্ড) কার্ড সেট থেকে পড়ানো শুরু করবেন। ১ নং সেট শেষ হলে ২নং সেট (১১-২০) পড়ানো শুরু করবেন। এভাবে ১৩ টি সেট পড়ানো শেষ করবেন। প্রতিটি সেটে বাংলা কার্ড পড়ানো পাঁচটি ধাপ ভালোভাবে শেষ করবেন।

২. বাংলা কার্ড পড়ানোর শুরু থেকেই শিশুরা লিখতে শিখতে থাকবে। বাংলা যখন যে কার্ড সেট পড়ানো হবে, সে কার্ড সেটের শব্দগুলো শিশুরা দেখে দেখে বোর্ডে লিখবে। শিশুদেরকে নিজেদের মতো করে লিখতে দিবে হবে। শিশুরা যখন বোর্ডে লিখতে থাকবে শিক্ষিকা ঘুরে ঘুরে দেখবেন, কোনো শিশু যদি শব্দটি দেখে লিখতে না পারে অথবা উল্টো করে লেখে শিক্ষিকা সে শিশুটিকে তখন কিভাবে লিখতে হয় তা দেখিয়ে দিবেন।

৩. কাজলী বাংলা পাঠদানে শিক্ষিকা কমপক্ষে ৪৫ মিনিট সময় নিবেন। এ সময়ের মধ্যে ২০-২৫ মিনিট ছবি/শব্দ কার্ড দিয়ে শিশুদের বাংলা পড়তে-লিখতে শেখাবেন, ১০ মিনিট ছড়া করাবেন, নাচ-গান এসবের জন্য কিছু সময় রাখতে পারেন।

৪. কাজলী বাংলা পাঠদানে, কোন সময়ের মধ্যে কতগুলো ছবি/শব্দ কার্ড শেষ করবেন এবং সপ্তাহে/মাসে/বছরে কতগুলো ছড়া, কবিতা, গান করাবেন তার জন্য প্রদত্ত রুটিন অনুসরণ সহায়ক হতে পারে। শিক্ষিকা প্রয়োজনে সে রুটিন অনুসরণ করবেন।

## দ্বিতীয় ভাগ : পাঠদান পদ্ধতি

## ২/১ কাজলী মডেলে ব্যবহৃত বাংলা শব্দসমূহ

**বাংলা ছবি/শব্দের কার্ড মোট: ১৩০ টি**
**মোট সেট: ১৩ টি**
**ক. কাজলী বাংলা কার্ডসমূহ/শব্দসমূহ (ক্রমানুসারে)**

| ক্রমিক নং | ছবির নাম | ক্রমিক নং | ছবির নাম | ক্রমিক নং | ছবির নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আম | ১১ | কল | ২১ | সাপ |
| ২ | ঘর | ১২ | উট | ২২ | উষা |
| ৩ | মই | ১৩ | কাক | ২৩ | কলা |
| ৪ | বই | ১৪ | তাল | ২৪ | শশা |
| ৫ | বক | ১৫ | বাঘ | ২৫ | ছাতা |
| ৬ | মগ | ১৬ | মাছ | ২৬ | খাতা |
| ৭ | ঊল | ১৭ | গাছ | ২৭ | পাতা |
| ৮ | জগ | ১৮ | ডাব | ২৮ | তালা |
| ৯ | ওল | ১৯ | লাউ | ২৯ | থালা |
| ১০ | ইট | ২০ | নাক | ৩০ | মালা |
| | | | | | |
| ৩১ | যাতা | ৪১ | কৈ | ৫১ | বটি |
| ৩২ | পাখা | ৪২ | বৌ | ৫২ | টিয়া |
| ৩৩ | বেল | ৪৩ | বৈঠা | ৫৩ | লাঠি |
| ৩৪ | লেপ | ৪৪ | নৌকা | ৫৪ | হাতি |
| ৩৫ | ভেড়া | ৪৫ | মোম | ৫৫ | পাখি |
| ৩৬ | ঘাঁস | ৪৬ | চোখ | ৫৬ | মাছি |
| ৩৭ | চাঁদ | ৪৭ | ঢোল | ৫৭ | চাবি |
| ৩৮ | খাঁচা | ৪৮ | ঘোড়া | ৫৮ | হাড়ি |
| ৩৯ | ঊাঁশি | ৪৯ | ডিম | ৫৯ | শিশি |
| ৪০ | পেঁপেঁ | ৫০ | ঋষি | ৬০ | আলু |
| | | | | | |
| ৬১ | তুলা | ৭১ | নদী | ৮১ | বানর |
| ৬২ | চুলা | ৭২ | সীম | ৮২ | চামচ |
| ৬৩ | কুলা | ৭৩ | তীর | ৮৩ | ছাগল |
| ৬৪ | টুপি | ৭৪ | পরী | ৮৪ | বদনা |
| ৬৫ | ঘুড়ি | ৭৫ | বেজী | ৮৫ | দরজা |
| ৬৬ | ঝাড়ু | ৭৬ | ঈগল | ৮৬ | করাত |

| ৬৭ | গরু | ৭৭ | কলম | ৮৭ | বেগুন |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬৮ | রুটি | ৭৮ | কদম | ৮৮ | গোলাপ |
| ৬৯ | মূলা | ৭৯ | কলস | ৮৯ | মোরগ |
| ৭০ | কূয়া | ৮০ | পটল | ৯০ | মহিষ |
| | | | | | |
| ৯১ | আষাঢ় | ১০১ | ফড়িং | ১১১ | একতারা |
| ৯২ | হরিণ | ১০২ | সিংহ | ১১২ | মাছরাঙা |
| ৯৩ | কাছিম | ১০৩ | ইঁদুর | ১১৩ | ঐরাবত |
| ৯৪ | লাটিম | ১০৪ | কাঁঠাল | ১১৪ | টিকটিকি |
| ৯৫ | হাতুড়ি | ১০৫ | তেঁতুল | ১১৫ | ফুলকপি |
| ৯৬ | মুরগী | ১০৬ | পিঁপড়া | ১১৬ | জামরুল |
| ৯৭ | ডবড়াল | ১০৭ | বাঁধাকপি | ১১৭ | কামরাঙা |
| ৯৮ | ডশয়াল | ১০৮ | অজগর | ১১৮ | নলকূপ |
| ৯৯ | সৈকত | ১০৯ | খরগোশ | ১১৯ | শহীদ মিনার |
| ১০০ | ঔষধ | ১১০ | আনারস | ১২০ | জাতীয় পতাকা |
| | | | | | |
| ১২১ | উৎসব | | | | |
| ১২২ | অঙ্ক | | | | |
| ১২৩ | ইক্ষু | | | | |
| ১২৪ | স্কুল | | | | |
| ১২৫ | বৃষ্টি | | | | |
| ১২৬ | ডমষ্টি | | | | |
| ১২৭ | রিক্সা | | | | |
| ১২৮ | অক্ষর | | | | |
| ১২৯ | বিস্কুট | | | | |
| ১৩০ | স্মৃতিসৌধ | | | | |

## খ. শব্দ ও ভাঙ্গা কার্ড

| | |
|---|---|
| **১ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ডঃ আম, ঘর, মই, বই, বক, মগ, বল, জগ, ওল, ইট**<br>ভাঙ্গা কার্ডঃ আ, ম, ঘ, র, ম, ই, ব, ক, গ, ল, জ, ও, ই (১৩) |
| **২ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ডঃ কল, উট, কাক, তাল, বাঘ, মাছ, গাছ, ডাব, লাউ, নাক**<br>ভাঙ্গা কার্ডঃ ক, ল, উ, ট, কা, তা, বা, ঘ, মা, ছ, গা, ডা, ব, লা, না, ক (১৬) |
| **৩ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ডঃ সাপ, উষা, কলা, শশা, ছাতা, খাতা, পাতা, তালা, থালা, মালা**<br>ভাঙ্গা কার্ডঃ সা, প, উ, ষা, ক, লা, শ, শা, ছা, তা, খা, পা, লা, থা, মা (১৫) |
| **৪ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ডঃ যাতা, পাখা, বেল, লেপ, ভেড়া, হাঁস, চাঁদ, খাঁচা, বাঁশি, পেঁপেঁ**<br>ভাঙ্গা কার্ডঃ যা, তা, পা, খা, বে, ল, লে, প, ভে, ড়া, হাঁ, স, চাঁ, দ, খাঁ, চা, বাঁ, শি, পেঁ, পেঁ (২০) |
| **৫ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ডঃ কৈ, বৌ, বৈঠা, নৌকা, মোম, চোখ, ঢোল, ঘোড়া, ডিম, ঋষি**<br>ভাঙ্গা কার্ডঃ কৈ, বৌ, বৈ, ঠা, নৌ, কা, মো, ম, চো, খ, ঢো, ল, ঘো, ড়া, ডি, ঋ, ষি (১৯) |
| **৬ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ডঃ বটি, টিয়া, লাঠি, হাতি, পাখি, মাছি, চাবি, হাড়ি, শিশি, আলু**<br>ভাঙ্গা কার্ডঃ ব, টি, য়া, লা, ঠি, হা, তি, পা, খি, মা, ছি, চা, বি, হা, ড়ি, শি, শি, আ, লু (১৯) |
| **৭ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ডঃ তুলা, চুলা, কুলা, টুপি, ঘুড়ি, ঝাড়ু, রুটি, মূলা, কূয়া**<br>ভাঙ্গা কার্ডঃ তু, লা, চু, কু, টু, পি, ঘু, ড়ি, ঝা, ড়ু, রু, টি, মূ, কূ, য়া (১৭) |
| **৮ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ডঃ নদী, সীম, তীর, পরী, বেজী, ঈগল, কলম, কদম, পটল**<br>ভাঙ্গা কার্ডঃ ন, দী, সী, ম, তী, র, প, রী, বে, জী, ঈ, গ, ল, ক, দ, প, ট (১৭) |
| **৯ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ডঃ বানর, চামচ, বদনা, দরজা, করাত, বেগুন, গোলাপ, মোরগ, মহিষ**<br>ভাঙ্গা কার্ডঃ বা, ন, র, চা, ম, চ, ব, দ, না, জা, ক, রা, ত, বে, গু, গো, লা, প, মো, গ, হি, ষ (২৫) |
| **১০ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ডঃ আষাঢ়, হরিণ, কাছিম, লাটিম, হাতুড়ি, মুরগী, বিড়াল, শিয়াল, সৈকত, ঔষধ** |

| | |
|---|---|
| | ভাঙ্গা কার্ড: আ, ষা, ঢ়, হ, রি, ণ, কা, ছি, ম, লা, টি, ম, হা, তূ, ড়ি, মু, র, গী, বি, ড়া, ল, শি, য়া, ল, সৈ, ক, ত, ঔ, ষ, ধ (২৮) |
| **১১ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ড: ফড়িং, সিংহ, ইঁদুর, কাঁঠাল, তেতুঁল, পিঁপড়া, বাঁধাকপি, অজগর, খরগোশ, আনারস**<br>ভাঙ্গা কার্ড: ফ, ড়ি, ং, সি, ং, হ, ইঁ, দু, র, কাঁ, ঠা, ল, তে, তুঁ, পিঁ, প, ড়া, বাঁ, ধা, ক, পি, অ, জ, গ, খ, গো, শ, আ, না, স (৩১) |
| **১২ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ড: একতারা, মাছরাঙা, ঐরাবত, টিকটিকি, ফুলকপি, জামরুল, কামরাঙা, নলকূপ, শহদি মিনার, জাতীয় পতাকা**<br>ভাঙ্গা কার্ড: এ, ক, তা, রা, মা, ছ, ঙা, ঐ, ব, ত, টি, টি, কি, ফু, ল, পি, জা, ম, রু, ল, কা, ন, কূ, প, শ, হী, দ মি, না, র, জা, তী, য়, প, তা (৩৬) |
| **১৩ নং সেট** | **ছবি/শব্দ কার্ড: উৎসব, অঙ্ক, ইক্ষু, স্কুল, বৃষ্টি, মিষ্টি, রিক্সা, অক্ষর, বিস্কুট, স্মৃতিসৌধ**<br>ভাঙ্গা কার্ড: উ, ৎ, স, ব, অ, ঙ্ক, ই, ক্ষু, স্কু, ল, বৃ, ষ্টি, মি, রি, ক্সা, অ, ক্ষ, র, বি, ট, স্মৃ, তি, সৌ, ধ (২৪) |

## ২/২ শব্দ/বর্ণ কার্ডের ব্যবহার প্রণালী

কাজলী মডেল বাংলা শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুদের বাংলা পড়তে-লিখতে শেখানোর জন্য ১৩০ টি ছবির কার্ড সাথে ভাঙ্গা কার্ড ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি ছবির কার্ডের একপাশে শব্দকে উপস্থাপন করে এরকম ছবি এবং তার উল্টো পিঠে শুধু শব্দ লেখা/দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি ছবির কার্ডের (অনেকে বড় কার্ডও বলে থাকেন) পিছনে নাম্বর দেওয়া আছে। ১৩০ টি কার্ডকে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে ১৩ টি সেটে ভাগ করা হয়েছে যাতে শেখানো ও শেখা খুব সহজ ও আনন্দদায়ক হয়। ১-১০ নং ছবি ১ নং সেটের, ১১-২০ নং ছবি ২নং সেটের, ২১-৩০ নং ছবি ৩নং সেটের এভাবে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেক সেটের জন্য আলাদা আলাদা ভাঙ্গা কার্ডও বিন্যাস করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাঙ্গা কার্ডের সেটের পিছনের দিকেও কত নং সেটের কার্ড সেটাও লেখা আছে। যেমন, ১ নং সেটের ভাঙ্গা কার্ডের

পিছনে সবগুলোতে ১ লেখা আছে আবার ২নং ভাঙ্গা কার্ডের পিছনে ২ এভাবে সব সেটের পিছনে নাম্বার দেওয়া আছে যেন শিক্ষিকারা খুব সহজেই প্রত্যেক সেট গুছিয়ে রাখতে পারে। কাজলী মডেলে বাংলা শিক্ষাদানে ছবি/শব্দ কার্ড ও ভাঙ্গা কার্ড ব্যবহারে পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। ধাপসমূহ হলো:

১. প্রথম ধাপ: ছবিসহ শব্দ কার্ড খুজে বের করার খেলা
২. দ্বিতীয় ধাপ: ছবিছাড়া শব্দ কার্ড খুজে বের করার খেলা
৩. তৃতীয় ধাপ: ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে শব্দ/ছবি তৈরি করার খেলা
৪. চতুর্থ ধাপ: বর্ণ পরিচয়
৫. পঞ্চম ধাপ: ইচ্ছে মতো শব্দ/ছবি তৈরি করার খেলা

একটা সেটে পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। প্রতিটা ধাপ শুরু করার আগে শিক্ষিকা শিশুদের বলবেন, আমরা একটা নতুন খেলা খেলবো। শিশুদের কাছে একেকটা ধাপ একেকটা নতুন খেলার মতো। একটা সেটের পাঁচটি ধাপ শেষ হলে শিক্ষিকা অন্য আরেকটি সেট পড়ানো শুরু করবেন। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষিকা প্রথমে ১ নং সেট অর্থ্যাৎ ১-১০ নং ছবির কার্ড নিয়ে (ভাঙ্গা কার্ডসহ) পাঁচটি ধাপ শেষ করবেন এরপর ২নং সেট অর্থ্যাৎ ১১-২০ নং ছবির কার্ড (ভাঙ্গা কার্ডসহ) নিয়ে উক্ত পাঁচটি ধাপ শেষ করবেন। এভাবে প্রত্যেক সেট পড়ানো শেষ করবেন। কাজলী বাংলা কার্ড ব্যবহারের ধাপগুলো বিস্তারিত দেওয়া হলো:

**<u>প্রথম ধাপ: ছবিসহ শব্দ কার্ড খুজে বের করার খেলা</u>**

শিক্ষিকা বছরের শুরুতেই বাংলা পড়ানো শুরু করেন। তাই প্রথমেই বাংলা ১ নং সেট নিয়ে পড়ানো শুরু করবেন। ১নং ধাপের জন্য শিক্ষিকা প্রথমে কাজলী পকেট বোর্ড যেটি ব্যবহৃত হয়, তাতে ১-১০ নং ছবির কার্ড (বড় কার্ড) সাজিয়ে দেবেন। এসময় শিক্ষিকা শিশুদের সাথে কথা বলতে বলতে পকেট বোর্ডে কার্ড সাজানোর কাজটি করবেন। যেহেতু শিশুদের সব কিছুই নতুন থাকে তাই শিশুদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য শিক্ষিকাকে শিশুদের সাথে কথা বলতে বলতে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করতে হবে। শিশুদের সাথে কথা বলার জন্য শিক্ষিকা বলতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ: দেখোতো আমি পকেট বোর্ডে কী কী ছবি সাজাচ্ছি/ দেখোতো এগুলো কীসের ছবি/তোমরা কি এই ছবিগুলো চেনো ইত্যাদি। শিক্ষিকা কার্ড সাজানো পর, প্রথমে শিশুদের বলতে পারেন, চলো দেখিতো আমরা এই ছবিগুলো চিনি কিনা। শিক্ষিকা পকেট বোর্ডে সাজিয়ে রাখা কার্ড শিশুদের দেখিয়ে বলতে

বলবেন এই গুলো কিসের কিসের ছবি। কেউ বলবে ঘর, কেউ মই, বই, বক ইত্যাদি বলতে থাকবে। এরপর শিক্ষিকা শিশুদের কাছে ছবিগুলো পরিচয় করিয়ে দিবেন, প্রয়োজনে ছবিগুলো নিয়ে আরো কিছু কথা বলতে পারেন। যেমন, যদি 'ঘর'-এর ছবি হয়, শিক্ষিকা বলতে পারেন, ঘর-এ আমরা থাকি। এভাবে প্রতিটি ছবির সাথে পরিচয় হওয়ার পর, শিক্ষিকা বলবেন, এবার আমরা একটি খেলা খেলবো। খেলাটির নাম, ছবিসহ কার্ড তোলার খেলা। শিক্ষিকা খেলাটি দুভাবে করতে পারেন। ক. শিক্ষিকা শিশুদের বলতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে 'ইট/বই/ঘর'-এর ছবি বের করে কাজলী সাথী বন্ধুদের দেখাতে পারবে। অথবা খ. শিক্ষিকা সবাইকে বলবেন, এখন তোমরা বোর্ড থেকে ছবি আনবে এবং তার নাম বলবে। সবার আগে কে আসবে ? অনেকে হয়তো হাত তুলবে তার মধ্য থেকে শিক্ষিকা একজনকে বলবেন তুমি 'বই' এর ছবিটা বের করে সবাইকে দেখাওতো। শিশুটি উঠে বোর্ডের কাছে যাবে এবং ছবির কার্ডগুলোর ভিতর থেকে 'বই'-এর ছবিটি বের করে তার সহপাঠীদের জিজ্ঞেস করবে, কাজলী সাথী বন্ধুরা আমি কি 'বই'-এর ছবি বের করতে পেরেছি? যদি ঠিক পারে তাহলে অন্য শিশুরা হাততালি দিয়ে বলবে 'ঠিক হয়েছে'। এতে শিশুদের উৎসাহ ও সাহস বেড়ে যায়। আর যদি ঠিক ছবিটি বের করতে না পানে তাহলে, শিক্ষিকা, বলতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে তোমাদের এই বন্ধুকে 'বই'-এর ছবি বের করে দিতে পারবে। তখন অন্য কেউ এসে সাহায্য করবে। তাদের দুজনের জন্য হাততালি দেওয়া হবে। এরপরও যদি না পারে, তাহলে শিক্ষিকা নিজে ছবিটি বের করে শিশুদের দেখিয়ে বলবেন, এটা 'বই'-এর ছবি। এভাবে সব ছবি বের করার খেলা চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষিকা নিশ্চিত হচ্ছেন যে, সবগুলো ছবি শিশুরা চিনতে/ বের করতে পারছে।

* এখানে শিক্ষিকাকে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রতিটি ধাপে যেন সব শিশু সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। সবাই যেন, বোর্ডে আসে এবং ধাপগুলোতে বেশ অভ্যস্ত হয়।

**দ্বিতীয় ধাপঃ ছবিছাড়া শব্দ কার্ড খুজে বের করার খেলা**

এবার শিক্ষিকা প্রথম ধাপে ব্যবহৃত ছবিযুক্ত কার্ডের পরিবর্তে কার্ডের উল্টোদিকে দেওয়া একই শব্দের ছবি ছাড়া কার্ডের সমানসংখ্যক কার্ড বোর্ডে শিশুদের দেখানোর জন্য বসাবেন যেমন বই,বল, মগ ইত্যাদি। এটিও একটি খেলার মতো করে খেলতে হবে। শিক্ষিকা বোর্ডে বসানো কার্ডগুলোর মধ্য থেকে শিশুদের বলবেন কে একটা বই, ইট অথবা ঘর এর ছবি বের করে দেখাতে পারবে।

শিশুরা আগের ধাপে কার্ডগুলো দেখেছে,তাই প্রথমে একটু অসুবিধে হলেও পরে চিনতে পারবে। তবে যতদিন দরকার হয়, কার্ড উল্টিয়েও দেখানো যাবে। (এই খেলাটিতেও প্রথম ধাপের মত সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষিকাকে খেয়াল রাখতে হবে কোন শিশু যেন বাদ না পড়ে যায়)। এইভাবে শিক্ষিকা একে একে সব শিশুকে দিয়ে এই ছবি ছাড়া কার্ড বের করার খেলাটি করাবেন । যতক্ষণ পর্যন্ত সকল শিশু এক দৌড়ে এই কার্ডগুলো বের করে আনতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় খেলা চলতে থাকবে। শিক্ষিকার কাছে যদি মনে হয় সব শিশু ছবি ছাড়া এই কার্ডগুলো ঠিক ঠিক চিনেছে তবেই তিনি পরের ধাপ শুরু করবেন।

***** প্রতিটি ধাপের শেষে যে ছবি বা কার্ড নিয়ে খেলা হলো সেগুলো দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে শিশুদের দিয়ে লেখার কাজটি করতে হবে। যাতে শিশুরা পড়তে পারার পাশাপাশি লিখতেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।**

**তৃতীয় ধাপঃ ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে শব্দ/ছবি তৈরি করার খেলা**

প্রথমে ছবি সহ (১নং ধাপ) ও পরে ছবি ছাড়া (২নং ধাপ) কার্ড পরিচিতির পর শিক্ষিকা ভাঙ্গা কার্ড (বর্ণ/অক্ষর কাড) দিয়ে শিশুদের শব্দ/ছবি তৈরির খেলা করাবেন। এই স্তরে কোনো একটি ছবি/শব্দ তৈরির করার জন্য কী কী ভাঙ্গা কার্ডের দরকার হয় এবং তাদের নাম কী সেটা শিশুরা জানবে। যখন যে সেটের করা হবে, সেই সেটের ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে শিক্ষিকা তৃতীয় ধাপ করাবেন। উদাহরণস্বরূপ, ১নং সেট করালে, তার ভাঙ্গা কার্ড ১নং দিয়েই তৃতীয় ধাপ করাবেন। তৃতীয় ধাপ করার জন্য শিক্ষিকা ছবিছাড়া কার্ডগুলো পকেট বোর্ডে সাজিয়ে দিবেন। এরপর, ভাঙ্গা কার্ডগুলোও শিশুদের সাথে কথা বলতে বলতে পকেট বোর্ডে সাজিয়ে দেবেন। এবার শিক্ষিকা শিশুদের বলবেন, চলো আমরা এই ভাঙ্গা কার্ডগুলো দিয়ে, ছবি তৈরির খেলা খেলি। শিক্ষিকা প্রথমে, একটা ছবি ছাড়া একটা কার্ড নিয়ে, উদাহরণস্বরূপ, 'বল' এর ছবি নিয়ে, প্রথমে দেখিয়ে দিবেন, কীভাবে ছবিটি তৈরী করতে হয়। ছবি তৈরি করার জন্য প্রথমে ছবিছাড়া কার্ডটি নিয়ে পকেট বোর্ডে সাজানো ভাঙ্গা কার্ডগুলো থেকে একটা একটা করে খুজতে থাকবে, কোথায় 'বল' তৈরির জন্য 'ব', ও 'ল' এই দুটি ভাঙ্গা কার্ড আছে। এভাবে খুজলে 'বল' এ জন্য ভাঙ্গা কার্ডগুলো ছাড়া আরো যে ভাঙ্গা কার্ড আছে, সেগুলোও দেখা হবে। এতে অন্য কার্ডগুলোও চেনা হবে। প্রথমে শিক্ষিকা একবার দেখিয়ে দিয়ে শিশুদের ছবি

তৈরি করতে বলবেন। এই পর্যায়ে শিশুদের মধ্য থেকে একজনকে বলবেন ছবি ছাড়া কার্ডগুলোর ভিতর থেকে (যেমন, ঘর) ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে ছবি তৈরি করতে। শিশু অনেকগুলো বর্ণের/অক্ষরের কার্ডের ভিতর থেকে 'ঘ', 'র' বর্ণ বের করবে এবং দুটি একত্র করে 'ঘর' শব্দটি তৈরি করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষিকা কিছু বলবেন না। প্রয়োজনে বলতে পারেন কোনটার পাশে কোনটা বসবে। শিশুকে কাজটি করতে দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিশু যদি একটু বেশি সময় নেয় তবুও তাকেই কাজটি করতে দিতে হবে। কোনো শিশু ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে ছবি তৈরি করতে না পারলে তাকে তার অন্য বন্ধুরা সাহায্য করবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিশুকে দিয়ে বোর্ডে দেখানো সবগুলো শব্দ তৈরি করতে হবে। এখানেও শিক্ষিকাকে খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রতিটা শিশু যেন বোর্ডে এসে শব্দ তৈরির খেলায় অংশ নেয় এবং তারা এ খেলায় অভ্যস্ত হয়। তৃতীয় ধাপ শেষ হলে শিক্ষিকা পরের ধাপে অর্থ্যাৎ চতুর্থ ধাপে বর্ণ/অক্ষর পরিচয় করাবেন। তৃতীয় ধাপ পর্যন্ত শিশুদেরকে বর্ণের/অক্ষরের নাম পরিচয় বলা হয়নি। শিশুরা বর্ণ চিনেছে ছবি হিসেবে। চতুর্থ ধাপে এসে শিশুরা বর্ণ/অক্ষর অথবা শব্দ তৈরি করতে কী রকমের ধ্বনি ব্যবহৃত হয় সেটা শিখবে।

**চতুর্থ ধাপঃ বর্ণ/অক্ষর পরিচয়**

এই স্তরে এসে শিক্ষিকা শিশুদের কাছে বর্ণের নাম/পরিচয় বলবেন। তৃতীয় ধাপে যখন, শিশুরা ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে ছবি তৈরি করেছে, তখন কী কী বর্ণ/অক্ষর দিয়ে ছবিটি হয়েছে সেটার পরিচয় জানবে চতুর্থ ধাপে এসে। এ ধাপটি করার জন্য শিক্ষিকা পকেট বোর্ডে ছবিছাড়া বড় কার্ড সাথে সেই সেটের ভাঙ্গা কার্ড সাজিয়ে রাখবেন। শিশুরা যেহেতু আগের ধাপে ছবি তৈরি করেছে, তাই এবার শিক্ষিকা শিশুদের প্রথমে ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে কোনো একটি ছবি তৈরি করতে বলবেন। এরপর কীসের ছবি তৈরি হলো সেটা কয়েককবার করে সবাই বলবে। এবার শিক্ষিকা বলবেন, দেখ ছবিটি কী কী দিয়ে তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'বক' এর ছবি তৈরি করা হয়েছিল, এবার শিক্ষিকা শিশুদের ভাঙ্গা কার্ড দেখিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা 'ব', আর এটা 'ক'। এভাবে শিক্ষিকা কয়েককবার করে শিশুদের বলে দিবেন, শিশুরাও সাথে সাথে বলতে থাকবে। বর্ণ পরিচয় এ ধাপে অনেক শিক্ষিকা ভাঙ্গা কার্ডগুলো হাতে নিয়ে শিশুদের সামনে বলে থাকেন, এটা 'বক' এর ছবি, এখানে 'ব', 'ক', আছে। আবার বলতে থাকেন এখানে কী কী আছে। শিশুরা তখন বলতে থাকে, এটা; 'ব', এটা 'ক',। এরকম

করে প্রতিটি সেটের ভাঙ্গা কার্ড শিক্ষিকা পর্যায়ক্রমে যখন যে শব্দ তৈরি করবেন তখন সেই শব্দ তৈরির বর্ণের  নাম বলবেন।

* বর্ণ পরিচয় এ ধাপে, মনে রাখতে হবে আমরা শিশুদের প্রচলিত ধারায় বর্ণ পরিচয় করাচ্ছি না। সেট অনুসারে যে শব্দগুলো আসছে সে অনুসারে শিশুরা বর্ণের সাথে পরিচিত হবে। পকেট বোর্ডে কার্ড ব্যবহারের প্রক্রিয়াগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করলেই এক সময় শিশুরা খুব সহজেই সবগুলো বর্ণ, বলতে- লিখতে পারবে এবং বানান করে পড়া শিখবে।

*** এখানে একটি ব্যাপার বলে রাখা ভালো, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ শিক্ষিকা চাইলে এক সাথে করাতে পারেন। এটা নির্ভর করে শিক্ষিকার নিজের পড়ানোর কায়দার উপর। শিক্ষিকা ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে ছবি/শব্দ তৈরির পরেই কী কী বর্ণ দিয়ে শব্দটি তৈরি হয়েছে সেটা শিশুদের বলে দিতে পারেন।

*** (তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপকে একসাথে করলে তাতে সুবিধে হলো সাথে সাথে বর্ণ পরিচয়ও হলো কিন্তু তাতে তৃতীয় ধাপের শব্দ তৈরির খেলাটা কিছুটা কম গুরুত্ব পেয়ে শিশুকে তাড়াতাড়ি বর্ণ পরিচয়/পড়ালেখা শেখানো হচ্ছে এমনটা মনে হতে পারে। আর আলাদা রাখলে দুরকমের খেলা বলে শিশুদের বেশি আগ্রহ/আনন্দ হতে পারে আর আলাদা ধাপ বলে শিশুরা বেশি সময় ধরে বর্ণ পরিচয়েরও সময় পায়। শিক্ষিকা তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপকে একসাথে না আলাদা করে শেখাবেন সেটা শিক্ষিকা নিজেরা ঠিক করবেন)।

**<u>পঞ্চম ধাপঃ ইচ্ছে মতো শব্দ/ছবি তৈরি করার খেলা</u>**

শিশুরা চতুর্থ ধাপে এসে বর্ণের সাথে পরিচিত হয়েছে। শিক্ষিকা এখন শিশুদের ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে ইচ্ছে মতো শব্দ তৈরির খেলা করাবেন। এজন্য শিক্ষিকা প্রথমে শিশুদেরকে বলবেন, আমরা এতোদিন ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে বড় ছবির কার্ড/শব্দ তৈরি করেছি, এখন আমরা ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে ইচ্ছেমতো আরো নতুন নতুন ছবি/শব্দ তৈরি করবো এবং ছবিটি/শব্দটি কী হলো সেটা কাজলী সাথী বন্ধুদেরকে বলব। প্রথমে শিক্ষিকা ভাঙ্গা কার্ড দিয়ে একটা ছবি বানিয়ে শিশুদের দেখাবেন। যেমন, শিক্ষিকা ১ নং সেট যদি পড়ান, সেখানকার ভাঙ্গা কার্ড নিয়ে কোনো একটি ছবি/শব্দ বানাবেন। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষিকা  প্রথম সেট থেকে (১ নং সেটের ভাঙ্গা কার্ড: আ, ম, ঘ, র, ম, ই, ব, ক, গ, ল, জ, ও, ট) 'জ', এবং 'ল' নিলেন। এবার পকেট বোর্ডে পাশাপাশি রেখে শিশুদের জিজ্ঞেস

করবেন এটা কীসের ছবি হলো। শিশুরা বলার চেষ্টা করবে, 'জল'। ইচ্ছেমতো শব্দ তৈরির খেলায়, প্রথম দিকে দুটো ভাঙ্গা কার্ড, এরপর তিনটে, চারটে এভাবে ভাঙ্গা কার্ড নিয়ে নতুন শব্দ তৈরির খেলা চলতে থাকবে। যেমন, জল, গম, কমল, কলম, বক কই, বই লও ইত্যাদি। কোনো একটি শব্দ তৈরি করার পরপরই ঐ ভাঙ্গা কার্ডগুলোকেই সাথে সাথে উল্টোপাল্টে করে বসিয়ে দিতে হবে, দেখতে হবে শিশুরা বলতে পারছে কিনা। প্রথম দিকে, ভাঙ্গা কার্ড কিছুটা সময় নিয়ে, শিশুদের বুঝিয়ে উল্টোপাল্টা করে বসিয়ে শিক্ষিকা বলতে বলবেন, কীসের ছবি হলো, শিশুরা উলটপালট করে কার্ড বসানোর ব্যাপার বুঝে গেলে দ্রুত অন্য ভাঙ্গা কার্ড বসিয়ে কী কী শব্দ তৈরি হচ্ছে সেটা জানতে চাইবেন। শিক্ষিকা পঞ্চম ধাপে এসে খেয়াল করবেন, শিশুরা সবগুলো ভাঙ্গা কার্ড চিনতে পারছে কিনা। যদি না পারে তাহলে আগের ধাপগুলোতে আরো জোর দিতে হবে।

* ইচ্ছেমতো শব্দ তৈরির করার সময় শিশুরা আবিষ্কার করবে যে, ইচ্ছেমতো শব্দ তৈরি করে পাশাপাশি বসালে কোনো একটা বাক্যও তৈরি হয়ে যায়। একসময় হয়তো কিছুটা বড় বাক্যও তৈরি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম সেটের ভাঙ্গা কার্ডগুলো দিয়ে ইচ্ছেমতো শব্দ তৈরি করার সময় হতে পারে, (ছবির কার্ড: আম, ঘর, মই, বই, বক, মগ, বল, জগ, ওল, ইট এবং (ভাঙ্গা কার্ড: আ, ম, ঘ, র, ম, ই, ব, ক, গ, ল, জ, ও, ট) আম কই, টক আম, কম জল, কলম কই ইত্যাদি। এই ভাবে নতুন নতুন সেটের কার্ড শেষে শিক্ষিকা পূর্বের সেটের বর্ণের সাথে নতুন সেটের বর্ণগুলো একত্রে করে নতুন শব্দ এবং আরো নতুন নতুন বাক্য তৈরি বা গঠন করতে পারবেন। যেমন, ১নং সেটের ও ২ নং সেটের বর্ণগুলো (শব্দসমূহ: আম, ঘর, মই, বই, বক, মগ, বল, জগ, ওল, ইট, কল, উট, কাক, তাল, বাঘ, মাছ, গাছ, ডাব, লাউ, নাক) একত্র করে নতুন বাক্য উদাহরণস্বরূপ, কই মাছ, লাউ/ডাব গাছ, মলা মাছ, কলম নাই, আলতা কই, নাইমা কই প্রভৃতি তৈরি করা যায়।

এভাবে ধারাবাহিকভাবে সবগুলো ধাপ অনুসরণ করে পাঠদান করালে শিশুরা প্রচলিত পড়ানো ব্যবস্থার বাইরে খুব সহজেই বছরের শুরু থেকেই বাংলা পড়তে-লিখতে পারবে।

# তৃতীয় ভাগ : শব্দ নিয়ে খেলা

## ৩/১ গল্প করতে করতে শব্দ শেখা ০১

মিনা ও রিতা দু'জন খুববন্ধু। রিতা একদিন মিনাকে তার বাড়িতে দাওয়াত দিল। মিনা রিতার বাড়িতে গেল। রিতা মিনাকে ঘরে নিয়ে গেল। রিতা মিনাকে কিসের ওপর বসতে দিল?

ক. কুলা খ. চেয়ার গ. বল

তারপর রিতা মিনাকে কিছু খেতে দিল। কী খেতে দিল?

ক. ঢোল খ. পটল গ. দই

খাওয়া শেষে তারা দুজনে মিলে ঘুরতে বের হ'ল। রিতা কোন পোশাক প'রে ঘুরতে যাবে?

ক. লেপ খ. ফ্রক গ. শার্ট

দুজনে গ্রামের রাস্তা ধ'রে হাঁটতে শুরু করল। যেতে যেতে তারা রাস্তার পাশে কী দেখতে পেল?

ক. মাঠ খ. চাঁদ গ. তারা

রাস্তার পাশে একটা সবজি বাগান দেখল। বাগানে কী দেখলো?

ক. ঈগল খ. শশা গ. নৌকা

রিতা মিনাকে জিজ্ঞেস করলো : তোমার কোন সবজি খেতে ভালো লাগে? মিনার কোন সবজি পছন্দ?

ক. ভেড়া খ. লাউ গ. আম

হাঁটতে হাঁটতে তারা রাস্তার পাশে একটা পুকুর দেখল। সেখানে তারা কী দেখলো?

ক. মোরগ খ. মাছ গ. হাতি

পুকুরের উপর দিয়ে কিছু একটা উড়ে গেল? কী উড়ে গেল?

ক. হাড়ি খ. বক গ. মহিষ

পুকুরের পাশে একটা মাঠ ছিল। মাঠে তারা কী দেখতে পেল?

ক. পরী খ. বানর গ. কৈমাছ

এবার তারা একটু বিশ্রাম করার কথা ভাবল কোথায় বসে তারা বিশ্রাম করলো ?

ক. ট্রেনে খ.সবুজমাঠে গ. বিছানায়

বিশ্রাম নিতে নিতে তারা তাদের পছন্দের খাবার নিয়ে কথা বলল। মিনা কয়েকটি খাবারের নাম বলল। নিচের কোনটি খাবারের শ্রেণীতে পরে?

ক. পিঠা খ. চামচ গ. তালা

রিতা বলল কিছু ফলের নাম। নিচের কোনটি ফল?

ক. কলস খ. তাল গ. মাছি

এবার তাদের খিদে পেল। তাই তারা দোকান খুজেতে বের হ'ল। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা দোকান পেল। দোকানে অনেক কিছু আছে। খাওয়ার জন্য তারা কী কিনলো?

ক. কলম খ. মোম গ. বিস্কুট

খাবার জন্যে তারা আরো কী কিনতে পারে?

ক. কুপি খ. মিষ্টি গ. একতারা

মিনা দোকানে কিছু খেলনাও দেখল। ছোট ভাইয়ের জন্য সে একটা কিছু কিনতে চায়। মিনা কী কিনলে ভালো হয়?

ক. জগ খ. লাটিম গ. শিশি

দোকান থেকে কেনাকাটা শেষে তারা মিষ্টি আর বিস্কুট খেল। এবার পানি খাওয়া দরকার। তারা কিসে ক'রে পানি খাবে?

ক. পাতা খ. বাক্স গ. গ্লাস/ মগ

পানি খেয়ে তারা আবার রওনা হলো। হাঁটতে হাঁটতে তারাএকটা স্কুলের সামনে এলো। স্কুল মাঠে তারা কী দেখলো?

ক. পাখা খ.থালা গ. জাতীয়পতাকা

স্কুল ঘরের সামনে আর কী থাকতে পারে?

ক. আষাঢ় খ.কল গ.উষা

স্কুল ঘরে কী কী থাকতে পারে?

ক. বই-খাতা খ. হাড়ি-পাতিল গ. বাঘ-হাতি

এবার তাদের বাড়ি ফিরতে হবে। তারা কীভাবে বাড়ি ফিরতে পারে?

ক. ট্রাকে খ. রিক্সায় গ. বিমানে

বাড়ি ফিরতে ফিরতে তাদের মনে কী হলো?

ক. দুঃখ খ. ব্যাথা গ. আনন্দ

## ৩/১ গল্প করতে করতে শব্দ শেখা ০২

### ছোট গল্প ০১

হেনা আজ খুব খুশি কারণ সে আজ বিকেলে তার মামার সাথে গ্রামের মেলায় ঘুরতেযাবে। মেলা গ্রামের মাঠেই বসেছে। হেনা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। মেলা থেকে অনেক কিছু কিনবে সে। মেলায় তারা কীভাবে যাবে?

ক. পায়ে হেঁটে খ. বিমানে ক'রে গ. ট্রাকে ক'রে ঘ. বাসে ক'রে

মেলায় পৌঁছে তো হেনা অবাক। এতো কিছু এসেছে মেলায়। খাবার জিনিস, খেলার জিনিস, ঘরের কাজের জিনিস, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। প্রথমে মামা বলল, চলো, তোমাকে আগে মেলাটা ঘুরে দেখাই । দুজনে জিনিসপত্র দেখতে শুরু করল। প্রথমে তারা মাটির তৈরি জিনিস দেখলো। তারা কী কিনলো?

ক. কাছিম খ. বেলুন গ. পুতুল

হেনা নিজের জন্য পুতুল ও আরো কিছু মাটির তৈরি খেলনা কিনলো। হেনা মাটির আর কী কী কিনতে পারে?

ক. হাড়ি-পাতিল খ. মাছি গ. রুটি

এবার তারা গেল একটা বাঁশ ও বেতের দোকানে । হেনা সেই দোকানে কী কী দেখলো?

ক. চাবি খ. বাঁশি গ. ধামা

তারপর তারা একটা খেলনার দোকানের সামনে এলো। খেলনার দোকানের তারা কী কী দেখল।

ক. বটি খ. হাতুড়ি গ. ঘুড়ি

এবার তারা একটা খাবারের দোকানে ঢুকলো। সেখানে গ্রামের অনেক ধরনের খাবার রাখা আছে। সেখানে কী খাবার থাকতে পারে?

ক. পিঠা-পুলি খ. নুডুলস গ. বার্গার

সন্ধায় দুজনে বাড়ি ফিরে এলো।

## ছোট গল্প ০২

শিয়াল ও বক বাঘমামার বাড়িতে বেড়াতে যাবে। বাঘের বাড়ি জঙ্গলের শেষ মাথায়। পুরোটা রাস্তা শিয়াল ও বককে হেঁটেই যেতে হবে। সকালে দুজনে নাস্তা কওে নিল। বক কী দিয়ে নাস্তা করবে?

ক. বাধাকপি খ. বিস্কুট গ. মাছ

শিয়ালও নাস্তা করে নিল। শিয়াল নাস্তায় কী খাবে?

ক. হাঁস খ. টিকটিকি গ.মোম

দুজনে এবার রওনা হলো। জঙ্গলের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। জঙ্গলে কী কী দেখলো?

ক. গাছ-পালা খ. লেপ-তোষক গ. বাস-ট্রাক

জঙ্গলে তারা আর কী থাকতে পারে?

ক. অজগর খ. বাক্স গ. পেঁপেঁ

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে একটা ফলের গাছ দেখল। সেটি কিসের গাছ?

ক. লাউ খ. পটল গ. আনারস

তারা ফুলের গাছও দেখল। কী ফুলের গাছ দেখলো ?

ক. কদম খ. ফুলকপি গ. তেতুঁল

বক উড়ে গিয়ে কদম গাছে বসলো । কয়েকটা ফুল পেড়ে আনলো বাঘমামার জন্য। পথে যেতে হঠাৎ বানর আর খরগোশের সাথে দেখা হলো। তারাও বাঘমামার বাড়ি যাওয়ার জন্য বায়না ধরল। শিয়াল ও বকতাদের সাথে নিল।

প্রায় দুপুর হয়ে এলো । তারা বাঘমামার বাড়িতে এসে পৌঁছালো। বাঘমামা সবাইকে এক সাথে দেখে খুশি হলো। এবার বাঘ প্রত্যেকের জন্য তাদের পছন্দের খাবার নিয়ে এলো।

নিচের কোনটি বানর খেতে বেশি পছন্দ করে?

ক. শশা খ.ঠোঙ্গা গ. কলা

খরগোশ কোনটা খেতে বেশি পছন্দ করবে?

ক. বদনা খ. ইদুর গ. গাজর

সবাই তাদের পছন্দের খাবার পেট ভরে খেয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

## ছোট গল্প ০৩

রতন বাড়ির পাশে একটা গাছের নীচে বসে খেলা করছিল। গাছে কয়েকটা পাখি কিচিরমিচির করছিল। হঠাৎ সে দেখল একটা পাখির ছানা মাটিতে পড়ে আছে। পাখির ছানা কোথা থেকে এলো?

ক. কেউ এসে রেখে গেছে

খ. পাখির বাসা থেকে পড়ে গেছে

গ. পাখির ছানা মাটিতেই থাকে

পাখির ছানা দেখে রতন কী করল?

ক. ভয়ে চিৎকার দিল

খ. কান্না জুড়ে দিল

গ. পাখির ছানার কাছে গেল

এবার রতন পাখির ছানাকে আস্তে করে মাটি থেকে তুলে নিল। এবার রতন কী করবে?

ক. ছানাটিকে বাসায় রেখে আসার ব্যবস্থা করবে

খ. ছানাটি নিয়ে খেলা করবে

গ. ছানাটি কাউকে দিয়ে দিবে

ছানাটিকে পাখির বাসায় রেখে আসতে রতনকে কে কে সাহায্য করতে পারে?

ক. বাবা-মার খ. হাঁস-মুরগীর গ. বাঘ-সিংহের

রতনের বাবা-মা পাখির ছানাটিকে গাছের ওপর বাসায় রেখে আসতে কোনটির সাহায্য নিবে?

ক. মই খ. দড়ি গ. লাঠি

রতনের বাবা পাখির ছানাটিকে গাছের ওপরে রেখে আসল। ছানাকে ফিরে পেয়ে মা ও বাবা পাখি বাসায় গিয়ে ছানাকে আদর করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে রতন ও ওর বাব-মা সবাই খুব খুশি হলো

## ৩/২ শব্দ অনুশীলন

**অনুশীলনী ০১: নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন শ্রেণীর ?**

গরু, ছাগল, ছাতা, বটি, খাঁচা, শশা, সীম, কুলা, ঝাড়ু, থালা, মিষ্টি, মূলা, চোখ, পরী, মালা, রুটি, কলা, বেল, পেঁপেঁ, আনারস, দই, জামরুল, বৌ, নৌকা, রিক্সা, ইঁদুর, মহিষ, বিড়াল, শিয়াল, ডিম, আলু, পটল, আম, ওল, বাধাকপি, বিস্কুট, মোড়া, আনারস, তেঁতুল, সীম, জগ, ইট, তীর, লাউ, কলস, আলু

| | |
|---|---|
| **সবজি** | |
| **ফল** | |
| **পশু** | |
| **খাবার** | |
| **গৃহস্থালি জিনিস** | |
| **অন্যান্য** | |

**অনুশীলনী ০২: নিচের শ্রেণীগুলোতে কিসের কিসের নাম আসবে?**

| | |
|---|---|
| **উল** | |
| **মাছ** | |
| **খাবার** | |
| **খেলনা** | |
| **ঐানবাহন** | |
| **পোশাক** | |
| **ওং** | |
| **আসবাবপত্র** | |
| **গাছ** | |
| **আত্নীয়-স্বজন** | |

**অনুশীলনী ০৩: নিচের কোনটি কী**

১. নিচের কোনগুলো সবজি?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক. আলু | খ. আম | গ. তালা | ঘ. পটল | ঙ. বেগুন |

২. নিচের কোনগুলো পাখি ক্যাটাগরির?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক. গরু | খ. টিয়া | গ. মাছরাঙ্গা | ঘ. বক | ঙ. খরগোশ |

৩. নিচের কোনগুলো ফলের নাম?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক. তাল | খ. দই | গ. বেল | ঘ. আনারস | ঙ. কামরাঙ্গা |

৪. নিচের কোনগুলো ঘরে থাকে?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক. কুলা | খ. বটি | গ. হাতি | ঘ. কাছিম | ঙ. কুপি |

৫. নিচের কোনগুলো উড়তে পারে?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক. কাক | খ. শিয়াল | গ. হাঁস | ঘ. ঈগল | ঙ. টিয়া |

৬. নিচের কোনগুলো পানিতে থাকে?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক. মাছ | খ. কাছিম | গ. টিকটিকি | ঘ. হাঁস | ঙ. সাপ |

৭. নিচের কোনগুলো গান বাজনা ব্যবহার করা হয়?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক. বাঁশি | খ.শিশি | গ. একতারা | ঘ.ঢোল | ঙ. চাবি |

৮. নিচের কোনগুলো পড়ালেখার জন্য ব্যবহার করা হয়?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক. বই | খ. খাতা | গ. স্কুল | ঘ. কলম | ঙ. ঘুড়ি |

৯. নিচের কোনগুলো খেলনার নাম?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক. বল | খ. ঘুড়ি | গ. পাখা | ঘ. লাটিম | ঙ. ছাতা |

১০. নিচের কোনগুলো পশুর নাম?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক. মোরগ | খ. বাঘ | গ. হাতি | ঘ. বিড়াল | ঙ. বক |

## চতুর্থ ভাগ : নিজের সর্ম্পকে কিছু বলা/উপস্থাপনা

### নমুনা ০১

আমার নাম মাহিন। আমি একজন বালক ছেলে। আমার বন্ধুরা বলে আমি একজন ভালো ছেলে। আমি রামনগর গ্রামে বাস করি। আমার বাবার নাম মুকিম। আমার মায়ের নাম খোদেজা। আমার একজন বোন ও একজন ভাই আছে। আমি কাজলী কেন্দ্রের একজন ছাত্র।

### নমুনা ০২

আমি আমার বন্ধুদের সাথে খেলি। আমার তিনজন বন্ধু আছে। আমার বন্ধুর নাম রহিম, করিম ও ফাহিম। আমরা ফুটবল খেলা পছন্দ করি। / আমরা ফুটবল খেলতে ভালবাসি।

### নমুনা ০৩

আমার বোনের একটি পুতুল আছে। তার বন্ধু মিনা'রও একটি পুতুল আছে। আমার বোন ও তার বন্ধুরা পুতুল নিয়ে খেলতে ভালবাসে। আমার বোনও কাজলী কেন্দ্রে যায়। রুনা আমার বোনের বন্ধু।

### নমুনা ০৪

এটি আমার গ্রাম। আমাদের গ্রামে দুইটা বিদ্যালয় আছে। আমরা বড় আম গাছের নিচে খেলা করি। আমাদের গ্রামের সব পুরুষ ও মহিলা দিনের বেলা কাজ করে। আমার গ্রামটি খুব সুন্দর।

### নমুনা ০৫

রহিম আমার বড় ভাই। আমার ভাই বলেন, আমি একজন ভাল বালিকা/মেয়ে। আমরা শেরপুর গ্রামে বাস করি। আমরা সকলে কাজলী কেন্দ্রে পড়াশোনা করি। তিনি আমাদের শিক্ষিকা। আমাদের শিক্ষক আমাদের অনেক ভালোবাসেন।

### নমুনা ০৬

হ্যাঁলো। আমার নাম সুজন। আমি কাজলী গ্রামের ছেলে। আমার বয়স ছয় বছর। আমি ফুটবল খেলতে ভালবাসি। আমি রোজ মাঠে ফুটবল খেলি। আমাদের গ্রামে একটি ফুটবল টিম আছে।

**নমুনা ০৭**

হ্যাঁলো, বন্ধুরা

আমার নাম বাবুল। আমার বয়স পাঁচ বছর। আমি মাগুরার কাজলীতে থাকি। আমি আমার বাবা মায়ের সাথে থাকি। আমার এক ভাই ও এক বোন আছে। আমার ভাইয়ের বয়স ১২। আমার বড় বোনের বয়স ১০। আমার অন্য বোনের বয়স ৮। আমার ভাই কাজলী হাইস্কুলে পড়ে। আমার বড়বোন কাজলী গার্লস স্কুলে যায়। আমার অন্য বোনও একই স্কুলে পড়ে। আমার ভাই ক্লাস সেভেনে পড়ে। আমার বড় বোন ক্লাস ফাইভে পড়ে। আমার অন্য বোন ক্লাস থ্রিতে। আমার ভাইয়ের নাম মাসুম। আমার বড় বোনের নাম রিনা এবং অন্যজনের নাম নিনা। আমার ভাই একজন ভালো ছেলে। সে খুব লম্বা। আমার বোনও ভালো মেয়ে। তারা আমাকে ভালবাসে। আমিও তাদের ভালবাসি। আমার বাবা মাঠে কাজ করে। তিনি একজন কৃষক। আমার মা স্কুলে পড়ায়। তিনি ভালো রান্নাও করেন। আমরা সুখী পরিবার।

**নমুনা ০৮**

হ্যাঁলো! আমার নাম রহিমা। আমার বয়স ৫। আমি নীলফামারীতে থাকি। আমি ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি। আমার ছোট ভাইয়ের নাম সিয়াম। সেও ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। আমরা আমাদের দাদা-দাদিকে নিয়মিত দেখতে যাই। তাঁরা একটা সুন্দর গ্রামে বাস করে। গ্রামটির নাম সবুজপাড়া। সবুজপাড়া শহর থেকে বেশি দূরে না। গ্রামটিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মসজিদ এবং একটি বড় খেলার মাঠ আছে।

**[শিক্ষিকা একইভাবে শিশুদের সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে নিজের মত করে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলতে বলবেন। শিশুরা তাদের দরকার মত শিক্ষিকা তাদের সাহায্য করবেন। যতদূর সম্ভব শিশুরা যা শিখেছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বলবেন।]**

## পঞ্চম ভাগ : বাংলা বার, মাস, শরীরের অঙ্গ ও রং এর নাম শেখা

### সপ্তাহের সাত দিনের নাম

| |
|---|
| শনি, রবি, সোম |
| মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি |
| শুক্র, শনি, রবি |
| সোম, মঙ্গল, বুধ |
| বৃহস্পতি, শুক্র, শনি |
| রবি, সোম, মঙ্গল |

[শিক্ষিকা শিশুদের ছড়ার মতো করে শেখাবেন। শিক্ষিকা প্রথমে একটা লাইন করবেন, এরপর শিশুরা সবাই একসাথে বলতে থাকবে]

### বাংলা বারো মাসের নাম

| | |
|---|---|
| বৈশাখ | জৈষ্ঠ |
| আষাঢ় | শ্রাবণ |
| ভাদ্র | আশ্বিন |
| কার্তিক | অগ্রহায়ণ |
| পৌষ | মাঘ |
| উাল্গুন | চৈত্র |

[শিক্ষিকা শিশুদের ছড়ার মতো করে শেখাবেন। শিক্ষিকা প্রথমে একটা লাইন করবেন, এরপর শিশুরা সবাই একসাথে বলতে থাকবে]

### শরীরের অঙ্গ

| |
|---|
| মাথা এবং কাঁধ<br>হাটু ও পায়ের আঙ্গুল<br>হাটু ও পায়ের আঙ্গুল<br>মাথা ও কাঁধ |
| চোখ এবং কান<br>মুখ ও নাক<br>মুখ ও নাক<br>চোখ ও কান |
| মুখ ও নাক<br>মাথা এবং কাঁধ |

[শিক্ষিকা শিশুদের ছড়ার মতো করে শেখাবেন। শিক্ষিকা প্রথমে একটা লাইন করবেন, এরপর শিশুরা সবাই একসাথে বলতে থাকবে]

**রং-এর নাম**

সাদা আর কালো
লাল ও নীল

গোলাপি ও বেগুনি
কমলা আর হলুদ

সবুজ ও নীল
লাল ও সাদা

কালো ও নীল
গোলাপী ও হলুদ

কমলা ও বেগুনী
কালো ও সাদা

[শিক্ষিকা শিশুদের ছড়ার মতো করে শেখাবেন। শিক্ষিকা প্রথমে একটা লাইন করবেন, এরপর শিশুরা সবাই একসাথে বলতে থাকবে]

# ষষ্ঠ ভাগ : বাংলা ছড়া, কবিতা

## ৬/১ প্রচলিত বাংলা ছড়া

১

শশা আর কলা খাও
খাও পাকা আম,
আনারস ডাব আতা
আর কাল জাম।

২

কচি কচি গালভরা
খিল্ খিল্ হাসি-
আমি বড়ই ভালবাসি!

৩

তাই তাই তাই
মামা বাড়ি যাই,
মামী দিল দুধ ভাত
দুয়ারে বসে খাই,
মামা এল ছিপ নিয়ে
মাছ ধরতে যাই।

৪

সিংহ মশাই, সিংহ মশাই
মাংস যদি চাও,
রাজহংস দেবো খেতে
হিংসা ভুলে যাও।

৫

খুকুরাণী, খুকুরাণী
করছ তুমি কি ?
এই দেখ না, কেমন আমি
ছবি এঁকেছি।

৬

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে ?
হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে
সোনামণির বে।

৭

তাঁতির বাড়ি
ব্যাঙের বাসা
কোলা ব্যাঙের ছা।
খায় দায়
গান গায়-
তাই রে- নাই রে না।

৮

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে
ওপারেতে ছেলে মেয়ে নাইতে নেমেছে।
দুই ধারে দুই বুই কাতলা ভেসে উঠেছে,
কে দেখেছে, কে দেখেছে? দাদা দেখেছে
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে-
উঃ, বড্ড লেগেছে!

৯

আতা গাছে তোতাপাখি
ডালিম গাছে মউ,
এত ডাকি তবু কথা
কও না কেন বউ?

১০

আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা,
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা !
মাছ কাটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গোরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব–
সোনার থালে ভাত দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা,
সোনার কপালে আমার
টিপ দিয়ে যা।

১১

হারাধনের দশটি ছেলে
ঘোরে পাড়াময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল
রইল বাকি নয়।
হারাধনের নয়টি ছেলে
কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দু'খান হল
রইল বাকি আট।

হারাধনের আটটি ছেলে
বসলো খেতে ভাত,
একটির পেট ফেটে গেল
রইল বাকি সাত।

হারাধনের সাতটি ছেলে
গেল জলাধার
একটি সেথায় ডুরে ম'ল
রইল বাকি ছয়।

হারাধনের ছয়টি ছেলে
চ'ড়তে গেল গাছ,
একটি ম'ল পিছলে পড়ে
রইল বাকি পাঁচ।

হারাধনের পাঁচটি ছেলে
গেল বনের ধার,
একটি গেল বাঘের পেটে
রইল বাকি চার।

হারাধনের চারটি ছেলে
নাচে ধিন্ ধিন্
একটি ম'ল আছাড় খেয়ে
রইল বাকি তিন।

হারাধনের তিনটি ছেলে
ধরতে গেল রুই,

একটি খেলে বোয়াল মাছে
রইল বাকি দুই।

হারাধনের দুইটি ছেলে
মারতে গেল ভেক,
একটি ম'ল সাপের বিষে
রইল বাকি এক।

হারাধনের একটি ছেলে
কাঁদে ভেউ ভেউ
মনের দুঃখে বনে গেল
রইল না আর কেউ।

## ১২

## বাবুরাম সাপুড়ে

সুকুমার রায়

বাবুরাম সাপুড়ে,
কোথা যাস বাপুরে?
আয় বাবা দেখে যা
দুটো সাপ রেখে যা–
যে সাপের চোখ নেই,
শিং নেই, নোখ নেই
ছোটে না কি হাঁটে না,
কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁস্ ফাঁস্,
মারে নাকো ঢুঁশটাঁশ্,
নেই কোনো উৎপাত,
খায় শুধু দুধ ভাত,
সেই সাপ জ্যান্ড়
গোটা দুই আনত !
তেড়ে মেরে ডান্ডা
ক'রে দিই ঠান্ডা।

## ১৩

## কানা বগী

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

ঐ দেখা যায় তালগাছ
ঐ আমাদের গাঁ
ঐ খানেতে বাস করে
কানাবগীর ছা
ও বগী তুই খাসকি
পান্তা ভাত চাস কি?
পান্তা আমি চাই না
পুঁটি মাছ পাই না
একটা যদি পাই
ওমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই।

# ৬/২ বাংলা কবিতা

## মোতিবিল

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

নাম তার মোতিবিল, বহু দূর জল,
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে,
মাছরাঙা ঝুপ করে পড়ে এসে জলে।
হেথা হোথা ডাঙা জাগে ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা চলে আঁকাবাঁকা।
কোথাও বা ধানক্ষেত জলে আধো ডোবা,
তারি 'পরে রোদ পড়ে, কিবা তার শোভা।
ডিঙি চ'ড়ে আসে চাষী, কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারিগান।
মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে মাছ ধরে জেলে।
মেঘ চলে ভেসে ভেসে আকাশের গায়,
ঘন শেওলার দল জলে ভেসে যায়।

## তালগাছ

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায়;
কোথা পাবে পাখা সে ?
তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে

ইচ্ছাটি মেলে তা,
মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।

সারাদিন ঝরঝর থথর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।
তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি-

যেই ভাবে, মা যে হয় মাটি তার
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

## খোকার সাধ

**কাজী নজরুল ইসলাম**

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুম বাগে
উঠব আমি ডাকি।
সুয্যি মামা জাগার আগে
উঠব আমি জেগে।
হয়নি সকাল ঘুমাও এখন
মা বলবেন রেগে
বলবো আমি আলসে মেয়ে
ঘুমিয়ে তুমি থাকো

হয়নি সকাল তাই বলে কি

সকাল হবে নাকো।

আমরা যদি না জাগি মা

কেমনে সকাল হবে?

তোমার ছেলে উঠলে মাগো

রাত পোহাবে তবে।

## মামার বাড়ি

**জসীম উদ্‌দীন**

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা,
ফুল তুলতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।
মামার বাড়ি পুণ্যিপুকুর
গলায় গলায় জল,
এপার হতে ওপার গিয়ে
নাচে ঢেউ এর দল।
দিনে সেথা ঘুমিয়ে থাকে
লাল শালুকের ফুল
রাতের বেলা চাঁদের সনে
হেসে না পায় কূল।
আম–কাঁঠালের বনের ধারে
মামা–বাড়ির ঘর,
আকাশ হতে জোঁছনা–কুসুম
ঝরে মাথার' পর।
রাতের বেলা জোনাক জ্বলে
বাঁশ–বাগানের ছায়,
শিমূল গাছের শাখায় বসে
ভোরের পাখি গায়।
ঝড়ের দিনে মামার দেশে আম কুড়োতে সুখ
পাকা জামের শাখায় উঠি
রঙ্গিন করি মুখ।
কাঁদি–ভরা খেজুর গাছে
পাকা খেজুর দোলে,
ছেলেমেয়ে, আয় ছুটে যাই
মামার দেশে চলে।

## কাজের লোক

নবর্কষ্ণ ভট্টাচার্য

"মৌমাছি মৌমাছি
কোথা যাও নাচি' নাচি'
দাঁড়াও না একবার ভাই।"
"ওই ফুল ফুটে বনে,
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।"

"ছোট পাখি, ছোট পাখি,
কিচি-মিচি ডাকি ডাকি'
কোথা যাও, বলে যাও শুনি?"
"এখন না ক'ব কথা,
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।"

"পিপীলিকা, পিপীলিকা,
দল-বল ছাড়ি একা
কোথা যাও, যাও ভাই বলি।"
"শীতের সঞ্চয় চাই,
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই,
ছয় পায় পিল পিল চলি।"

# সপ্তম অধ্যায় : গান ও গল্প সংকলন

## ৭/১ বাংলা গান

শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় সব গবেষণাতেই দেখা গেছে যে শিশুরা স্বভাবতই গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। গানের সুর, কথা, ছন্দ তাদের মনে সহজেই গেঁথে যায় এবং তাদের গান গাইবার একটা সহজাত প্রবণতা এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। তাই শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের মনোযোগ ও আকর্ষণ ধরে রাখতে দৈনিক পাঠক্রমে অন্তত: কিছুটা সময় গান গাওয়া ও শেখার জন্য বরাদ্দ রাখা ভালো। শিশুরা অনেক সময় বাড়িতেই মা–খালা-নানী-দাদীর কাছ থেকে গান শিখে থাকে তাই প্রথমদিকে তাদের কাছ থেকে সেইসব গান শোনার চেষ্টা করা হলে অনেক সময় ভালো ফল পাওয়া যায়। বেশির ভাগ স্থানেই দেখা গেছে যে শিশুরা সমবয়সী সাথীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে ভালবাসে। তাই শিক্ষিকা চেষ্টা করে দেখবেন কেন্দ্রে এমন কোনো শিশু আছে কিনা যে বা যারা স্বতস্ফূর্তভাবে গান শোনাতে প্রস্তুত। এভাবে গান শেখানোর সূত্রপাত করা যায়। নিচে কয়েকটি প্রচলিত গানের কথা তুলে দেয়া হলো।

**(১) (জাতীয় সংগীত)**

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি ॥

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,

মরি হায়, হায় রে–

ওমা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ॥

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,

মরি হায়, হায় রে–

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**(২)**

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী

আমি কি ভুলিতে পারি।

ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু ঝরা এ ফেব্রুয়ারী

আমি কি ভুলিতে পারি।

আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারী

আমি কি ভুলিতে পারি।

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী

**(৩)**

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা–
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

দিজেন্দ্রলাল রায়

**(৪)**

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি
কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫)

চল্ চল্ চল্

ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

নিম্নে উতলা ধরণী তল

অরুণ প্রাতের তরুণ দল

চলরে্ চলরে্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

আমরা টুটিব তিমির রাত

বাধার বিন্ধাচল্

চলরে্ চলরে্ চল্ ॥ কাজী নজরুল ইসলাম

## ৭/২ গল্প সংকলন

নিচের গল্পগুলো নির্বাচন করা হয়েছে কাজলী কেন্দ্রে শিশুদের পছন্দের ভিত্তিতে। গল্পগুলো প্রথমেই শিশুদের পড়ে না শুনিয়ে শিক্ষিকা যদি নিজে পড়ে নিয়ে তারপর শিশুদের তাদের মতো করে বলেন তবেই সবচেয়ে ভালো হয়। এগুলো ছাড়া নিজের জানা ও শিশুদের পছন্দমত অন্যগল্পও শোনাতে পারেন। প্রথমদিকে এত ছোট শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখা একটু অসুবিধে হয়। কিন্তু শীঘ্রই এর পরিবর্তন ঘটে।

### টুনটুনি আর নাপিতের কথা

টুনটুনি গিয়েছিল বেগুন পাতায় বসে নাচতে। নাচতে নাচতে খেল বেগুন কাঁটার খোঁচা। তাই থেকে তার হল মস্ত বড় ফোড়া।

ও মা, কী হবে? এত বড় ফোড়া কী করে সারবে?

টুনটুনি একে জিজ্ঞেস করে, তাকে জিজ্ঞেস করে। সবাই বলল, 'ওটা নাপিত দিয়ে কাটিয়ে ফেলো।'

তাই টুনটুনি নাপিতের কাছে গিয়ে বলল, 'নাপিতদাদা, নাপিতদাদা, আমার ফোঁড়াটা কেটে দাও না!'

নাপিত তার কথা শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে নাক সিঁটকিয়ে বলল, 'ইস! আমি রাজাকে কামাই, আমি তোর ফোড়া কাটতে গেলুম আর কী!'

টুনটুনি বলল, 'আচ্ছা দেখতে পাবে এখন, ফোড়া কাটতে যাও কি না।'

বলে সে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল, 'রাজামশাই, আপনার নাপিত কেন আমার ফোঁড়া কেটে দিচ্ছে না ? ওকে সাজা দিতে হবে!'

শুনে রাজামশাই হো হো করে হাসলেন, বিছানায় গড়াগড়ি দিলেন, নাপিতকে কিছু বললেন না। তাতে, টুনটুনির ভারী রাগ হল। সে ইঁদুরের কাছে গিয়ে বলল, 'ইঁদুরভাই, ইঁদুরভাই, বাড়ি আছ ?'

ইঁদুর বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই? এসো ভাই! বসো ভাই ! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি এক কাজ করো।'

ইঁদুর বলল, 'কী কাজ?'

টুনটুনি বলল, 'রাজামশাই যখন ঘুমিয়ে থাকবেন, তখন গিয়ে তাঁর ভুঁড়িটা কেটে ফুটো করে দিতে হবে।'

তা শুনে ইঁদুর জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বলল, 'ওরে বাপরে! আমি তা পারব না।'

তাতে টুনটুনি রাগ করে বিড়ালের কাছে গিয়ে বলল, 'বিড়ালভাই, বিড়ালভাই, বাড়ি আছ?'

বিড়াল বলল, 'কে ভাই ? টুনিভাই? এসো ভাই ! বসো ভাই ! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে খাত খাই, যদি ইঁদুর মারো।'

বিড়াল বলল, 'এখন আমি ইঁদুর–টিদুর মারতে যেতে পারব না, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

শুনে টুনটুনি রাগের ভরে লাঠির কাছে গিয়ে বলল, 'লাঠি ভাই, লাঠি ভাই, বাড়ি ?'

লাঠি বলল, 'কে ভাই ? টুনিভাই? এসো ভাই ! বসো ভাই ! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে খাত খাই, যদি বিড়াল ঠ্যাঙাও।'

লাঠি বলল, 'বিড়াল আমার কী করেছে যে আমি তাকে ঠ্যাঙাতে যাব ? আমি তা পারব না।'

তখন টুনটুনি আগুনের কাছে গিয়ে বলল, 'আগুনভাই, আগুনভাই, বাড়ি আছ?'

আগুন বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই? এসো ভাই ! বসো ভাই ! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে খাত খাই, যদি তুমি লাঠি পোড়াও।'

আগুন বলল, 'আজ ঢের জিনিস পুড়িয়েছি, আজ আর কিছু পোড়াতে পারব না।'

তাতে টুনটুনি তাকে খুব বকে, সাগরের কাছে গিয়ে বলল, 'সাগরভাই, সাগরভাই, বাড়ি আছ ?'

সাগর বলল, 'কে ভাই ? টুনিভাই? এসো ভাই ! বসো ভাই ! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে খাত খাই, যদি তুমি আগুন নিবাও।'

সাগর বলল, 'আমি তা পারব না।'

তখন টুনটুনি হাতির কাছে গিয়ে বলল, 'হাতিভাই, হাতিভাই, বাড়ি আছ ?'

হাতি বলল, 'কে ভাই ? টুনিভাই? এসো ভাই ! বসো ভাই ! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে খাত খাই, যদি সাগরের জল সব খেয়ে ফেলো।'

হাতি বলল, 'অত জল খেতে পারব না, আমার পেট ফেটে যাবে।'

কেউ তার কথা শুনল না দেখে টুনটুনি শেষে মশার কাছে গেল। মশা দূর থেকে তাকে দেখেই বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই ? এসো ভাই ! বসো ভাই ! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে খাত খাই, যদি হাতিকে কামড়াও।'

মশা বলল, 'সে আবার একটা কথা ! এখুনি যাচ্ছি! দেখব হাতি ব্যাটার কত শক্ত চামড়া!' বলে, সে সকল দেশের সকল মশাকে ডেকে বলল, 'তোরা আয় তো রে ভাই, দেখি হাতি ব্যাটার কত শক্ত চামড়া।' অমনি পিন-পিন-পিন-পিন করে

যত রাজ্যের মশা, বাপ ব্যাটা ভাই বন্ধু মিলে হাতিকে কামড়াতে চলল। মশায় আকাশ ছেয়ে গেল, সূর্য ঢেকে গেল। তাদের পাখার হাওয়ায় ঝড় বইতে লাগল। পিন-পিন-পিন-পিন ভয়ানক শব্দ শুনে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল। তখন–

হাতি বলে, সাগর শুষি !

সাগর বলে, আগুন নেবাই !

আগুন বলে, লাঠি পোড়াই!

লাঠি বলে, বিড়াল ঠ্যাঙাই !

ইঁদুর বলে, রাজার ভুঁড়ি কাটি!

রাজা বলে, নাপতে ব্যাটার মাথা কাটি !

নাপিত হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'রক্ষে করো, টুনিদাদা ! এসো তোমার ফোড়া কাটি।'

তারপর টুনটুনির ফোড়া সেরে গেল, আর সে ভারী খুশি হয়ে আবার নাচতে আর গাইতে লাগল– টুনটুনা টুন টুন টুন! ধেই ধেই!

## বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগ্নে

শিয়াল ভাবে,'বাঘমামা, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি!' এখন সে আর নরহরি দাসের ভয়ে তার পুরানো গর্তে যায় না,

সে একটা নতুন গর্ত খুঁজে বার করেছে।

সেই গর্তের কাছে একটা কুয়ো ছিল।

একদিন শিয়াল নদীর ধারে একটা মাদুর দেখতে পেয়ে সেটাকে টেনে তার বাড়িতে নিয়ে এল। এনে, সেই কুয়োর মুখের উপর তাকে বেশ করে বিছিয়ে বাঘকে, 'মামা, আমার নতুন বাড়ি দেখতে গেলে না?'

শুনে বাঘ তখনই তার নতুন বাড়ি দেখতে এল। শিয়াল তাকে সেই কুয়োর মুখে বিছানো মাদুরটা দেখিয়ে বলল,

'মামা, একটু বসো, জলখাবার খাবে।'

জলখাবারের কথা শুনে বাঘ ভারী খুশি হয়ে, লাফিয়ে সেই মাদুরের উপর বসতে গেল, আর অমনি সে কুয়োর ভিতরে পড়ে গেল।

তখন শিয়াল বলল, 'মামা, খুব করে জল খাও, একটুও রেখো না যেন!'

সেই কুয়োর ভিতরে কিন্তু বেশি জল ছিলনা, তাই বাঘ তাতে ডুবে মারা যায়নি। সে আগে খুবই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু শেষে অনেক কষ্টে উঠে এল। উঠেই সে বলল, 'কোথায় গেলি রে শিয়ালের বাচ্চা ? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি।' কিন্তু শিয়াল তার আগেই পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

তারপর থেকে বাঘের ভয়ে শিয়াল আর তার বাড়িতেও আসতে পায় না, খাবার খুঁজতেও যেতে পারে না। দূর থেকে দেখতে পেলেই বাঘ তাকে মারতে আসে। বেচারি না খেয়ে না খেয়ে শেষে আধমরা হয়ে গেল।

তখন সে ভাবল, 'এমন হলে তো মরেই যাব। তার চেয়ে বাঘ মামার কাছে যাই না কেন? দেখি যদি তাকে খুশি করতে পারি।'

এই মনে করে সে বাঘের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বাঘের বাড়ির থেকে অনেক দূরেই থাকতেই সে খালি নমস্কার করছে আর বলছে, 'মামা, মামা!'

শুনে বাঘ আশ্চর্য হয়ে বলল, ‘তাই তো, শিয়াল যে!’

শিয়াল অমনি ছুটে এসে দু–হাত তার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, ‘মামা, আমাকে খুঁজতে গিয়ে তোমার বড় কষ্ট হচ্ছিল,

দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল। মামা, আমি তোমাকে বড্ড ভালোবাসি, তাই এসেছি। আর কষ্ট করে খুঁজতে হবে না, ঘরে বসেই আমাকে মারো।’

শিয়ালের কথায় বাঘ তো ভারী থতমত খেয়ে গেল। সে তাকে মারল না, খালি ধমকিয়ে বলল, ‘হতভাগা পাজি, আমাকে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিলি কেন ?’

শিয়াল জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বলল, ‘ছি, ছি! তোমাকে আমি কুয়োয় ফেলতে পারি? সেখানকার মাটি বড্ড নরম ছিল, তার উপর তুমি লাফিয়ে পড়েছিল, তাই গর্তে হয়ে গিয়েছিল। তোমার মতো বীর কি মামা আর কোথাও আছে?’

তা শুনে বোকা বাঘ হেসে বলল, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ ভাগনে, সে কথা ঠিক। আমি তখন বুঝতে পারিনি।’

এমনি করে তাদের আবার ভাব হয়ে গেল।

তারপর একদিন শিয়াল নদীর ধারে গিয়ে দেখল যে, বিশ হাত লম্বা একটা কুমির ডাঙায় উঠে রোদ পোয়াচ্ছে। তখন সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাঘকে বলল, ‘মামা, মামা, একটা নৌকো কিনেছি, দেখবো এসো।

বোকা বাঘ এসে সেই কুমিরটাকে সত্যি সত্যি নৌকো মনে করে লাফিয়ে তার উপর উঠতে গেল, আর অমনি কুমির তাকে কামড়ে ধরে জলে গিয়ে নামল।

তা দেখে শিয়াল নাচতে নাচতে বাড়ি চলে গেল।

## কাক শেয়াল

একদিন এক কাক একখ— মাংস নিয়ে সবে গাছের ডালে এসে বসেছে। এমন সময় এক শেয়াল গাছতালায় উপস্থিত হল।

কাকের মুখে মাংস দেখতে পেয়ে শেয়ালের জিবে জল এসে গেল। সে ভাবতে লাগল, ওই কোলো কুচ্ছিত কাকটা অমন মাংসটা খাবে আর আমি তলায় বসে দেখব ? যে করে হোক ওই মাংসটা আমাকে বাগাতে হবে।

এই ভেবে শেয়াল কাককে শুনিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগল, আহা কী সুন্দর পাখি। অমন চোখ, অমন ঠোঁট আর রং তো কখনো দেখিনি। আহা! চোখ যেন ফেরাতে পারছি না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শেয়াল আবার আপন মনে বলতে লাগল, পাখিটা তো একবারও গান করল না। আহা রে! অমন পাখিটা বোধ হয় বোবা, গান করতেই পারে না।

কাক গাছের ডালে বসে শেয়ালের সব কথাই শুনতে পেল। শেয়ালের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে তার মন আহ্লাদে ডগমগ। কিন্তু শেয়াল তাকে বোবা ভাবছে একথাটা তার মোটেই ভাল লাগল না। সে ভাবল, গলার স্বর শুনিয়ে শেয়ালকে অবাক করে দেবে।

এই ভেবে বোকা কাক তখনই কা-কা- শব্দে ডেকে উঠল। আর যেই না ডাকা সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের ফাঁক থেকে মাংসের টুকরো নিচে।

ধূর্ত শেয়াল এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। চোখের পলকে মাংসের টুকরোটি লুফে নিল। তারপর খেতে খেতে সেখান থেকে চলে গেল। কাকের দিকে ফিরেও তাকাল না।

**নীতিকথা: নিজের প্রশংসা শুনে আহ্লাদিত হতে নেই।**

# পীড়িত সিংহ

এক সিংহ বয়সের ভারে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ঠিক ভাবে হাঁটাচলাও করতে পারত না। ফলে শিকার ধরে আহার করা তার একরকম বন্ধ হয়েই গেল।

পরিশ্রমও করতে হবে না আবার পেটের খিদেও মিটবে এই উদ্দেশ্যে সিংহ তখন একটা ফন্দি ঠিক করল। শরীর খুবই অসুস্থ–নড়াচড়া করতে পারছে না–এই খবরটা বনে প্রচার করে দিয়ে সে তার গুহার এককোণে ঘাপটি মেরে রইল।

এখন, সিংহ পশুরাজ বলে কথা। সে অসুস্থ হয়ে গুহায় পড়ে আছে! বনের পশুরা খবরটা শুনতে পেয়েই একে একে তাকে দেখতে আসতে লাগল।

পশুরা তো আর সিংহের মতলব জানে না। তারা নিশ্চিন্ত মনে গুহায় ভেতরে ঢুকে গিয়ে তার শরীরের খোঁজ–খবর নিতে লাগল। আর এই সুযোগে সিংহও তাদের এক এক করে ঘাড় মটকে আনন্দে পেট ভরাতে লাগল।

এইভাবে তো কয়েকদিন গত হল। সিংহ সহজভাবে গুহায় বসে শিকার পেয়ে ফুর্তিতে আছে।

এমনি সময়ে একদিন এক শেয়াল এল সিংহকে দেখতে। শেয়াল খুবই সর্তক আর বুদ্ধিমান প্রাণী। সিংহকে দেখতে এলেও তার মনে একটা সন্দেহ আগে থেকেই ছিল। তাই সে অন্যান্য পশুদের মত সরাসরি গুহার ভেতরে ঢুকে গেল না। বাইরে থেকে গলা চড়িয়ে হাঁক দিল-কই মহারাজ কোথায় ? শরীর কেমন এখন ?

গুহার ভেতরে থেকে সিংহ শেয়ালের গলার সাড়া পেয়ে খুবই খুশি হল। অমনি পরম আদরে শেয়ালকে ডেকে বলল, শেয়ালপন্ডিত মনে হচ্ছে– এসো এসো ভায়া, ভেতরে এসো। যাক, তুমি তা হলে আমায় ভুলে যাওনি। আমি এদিকে ভাবছিলাম, সবাই এসে একবার করে আমার খোঁজ–খবর করে যাচ্ছে–পন্ডিতের দেখা নেই কেন ? যাক, তুমি আসাতে খুব খুশি হলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে না থেকে, ভেতরে চলে এসো। দুজনে একটু মনের সুখে গল্প করি। তুমি আমার কতকালের বন্ধু বল তো! আমার তো দিন শেষে হয়ে এল– যাবার আগে তেমার কটি মিষ্ট কথা কানভরে শুনে যাই। মরেও শান্তি পাব।

সিংহের অত আদরের কথাবার্তা আর ডাকাডাকিতেও শেয়াল কিন্তু এক পা–ও এগুলো না। সে তখন গুহার সামনের মাটিতে পশুদের পায়ের ছাপগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। আর নিজের মনে মাথা নাড়ছে।

ইতিমধ্যে সিংহ গুহা থেকে আবারও শেয়ালকে ভেতরে যাবার জন্য ডাকতে লাগল। শেয়াল তখন বলল, মহারাজ, প্রার্থনা করি আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। আমাকে মাপ করবেন, গুহার ভেতরে ঢুকে আমি বোকার মত প্রাণ হারাতে চাই না। আপনার গুহার সামনে অনেক পশু পায়ের চাপ দেখতে পাচ্ছি। সকলেই ভেতরে ঢুকেছে– কিন্তু বেরিয়ে আসার পায়ের ছাপ একটাও দেখতে পাচ্ছি না। আমি আর ফাঁদে পা দিতে চাই না মহারাজ। আচ্ছা– আজ চলি।

এই বলে তখন শেয়াল সেখান থেকে পালাল।

**নীতিকথা: যারা সর্বদা সর্তক থাকে তারা সহসা বিপদে পড়ে না।**